দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 09 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

ইউনিসেফ রিপোর্ট

১৩ কোটি শিশু স্কুলে যাবার সুযোগ পায় না

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ স্কুলে যাবার বয়স হওয়া সত্ত্বেও উন্নয়নশীল বিশ্বের ১৩ কোটি শিশু মৌলিক শিক্ষা বঞ্চিত অবস্থায় বেড়ে উঠছে। এদের মধ্যে ৭ কোটি ৩০ লাখই মেয়েশিশু। এছাড়া প্রায় ১শ' কোটি মানুষ, যার দুই-তৃতীয়াংশই নারী বই পড়তে ও নিজের নাম স্বাক্ষরে অক্ষমতা নিয়েই একুশ শতকে প্রবেশ করছে।

'বিশ্বের শিশুদের অবস্থা ১৯৯৯' শীর্ষক ইউনিসেফ প্রতিবেদনে এদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ পৃথিবী মানব সম্ভাবনার এমন অপচয় আর বহনে সক্ষম নয়। গতকাল এ প্রতিবেদন বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একযোগে প্রকাশিত হয়েছে।

ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক ক্যারল

সুযোগ ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

সুযোগ ঃ পায় না
(১ম পৃষ্ঠার পর)

বেলামী প্রণীত প্রতিবেদনের ভূমিকায় জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার এ পরিস্থিতিকে অধিকারের লংঘন এবং সম্ভাবনা ও উৎপাদনশীলতার এ ক্ষতি বিশ্ব আর সহ্য করতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন।

প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে গতকাল বিকেলে ঢাকায় আইসিডিডিআরবি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে ইউনিসেফের বাংলাদেশ প্রতিনিধি সাহিদা আজফার বলেন, বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ৫০ বছর পূর্তির মাত্র ২ দিন আগে ইউনিসেফ প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো। স্কুলে যাওয়া, শিক্ষা লাভ এবং শিক্ষিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসেবে বিকশিত হবার সুযোগ পাবার চাইতে শিশুর জন্য বড় আর কি অধিকার হতে পারে?

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১০ সাল নাগাদ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রতিবছর ৭শ' কোটি ডলার অতিরিক্ত অর্থব্যয় প্রয়োজন। এর মধ্যে ১৯০ কোটি ডলার আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চল, দক্ষিণ এশিয়ার জন্য ১শ' ৬০ কোটি ডলার, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার জন্য ১শ' ৬০ কোটি ডলার, পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য ৭০ কোটি ডলার এবং ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের জন্য ১শ' ১০ কোটি ডলার বার্ষিক ব্যয় প্রয়োজন হবে। এ ব্যয় ইউরোপীয়দের এক বছরে আইসক্রিম খাবার ব্যয় ১১শ' কোটি ডলার এবং মার্কিনীদের প্রসাধনের জন্য বার্ষিক ব্যয়ের চাইতে কম।

বর্তমানে বিশ্বে শিক্ষার জন্য বার্ষিক ব্যয় ৮ হাজার কোটি ডলার।